

সম্পাদকীয়

নব্বাদামুস ভবিষ্যৎবাণী সেফোলজিস্টরা। এঁরা ঠিক কোনও করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে গোটা বিশ্বে কী কী ঘটতে পারে। নব্বাদামুসের মতোই ভবিষ্যৎবাণীর পিটারা খুলে ঠিক নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল আলো করে বসেন একদল তাত্ত্বিক- যাঁদের পরিচিতি সেফোলজিস্ট হিসেবে। তাঁরা বিভিন্ন এলাকা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করেন, দল-রাজ্য নির্বিশেষে, নির্বাচনী ফলাফল। স্বল্প কিছু ডেটাবেসের ওপরে নির্ভরশীল তাঁদের বিস্তৃত এবং মনোজ্ঞ(?) গবেষণা, তাঁরা চিৎকার করে জানান দিতে থাকেন। যেন এইটাই শেষ সুযোগ, এরপরে যদি মাথায় ছাদ ভেঙে পড়ে বা নিদেনপক্ষে কেউ একটা আখলা ছুঁড়ে মারে! ভারতীয় রাজনীতিকে সক্ষে ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত টেলিভিশনের মধ্যে আটকে রাখার এই প্রয়াস শুরু হয়েছিল, সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলির হাত ধরে। দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতারা আলো করে বসতেন, সেটো দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউকেউ ফালাফাল প্রশ্নে জর্জরিত করতেন, আবার কেউ নিতান্তই সহজসাধ্য প্রশ্নে টিকিয়ে রাখতেন রাজনৈতার সম্মান। সেই কনসেপ্ট বিতর্কিত হয়ে উঠতেই, প্রাইমটাইমের শোগুলি অন্যপথে হাঁটলো। শো'গুলি ধীরেধীরে রাজনৈতিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আখড়া হয়ে উঠলো। সেখানে রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে দায়িত্ব পেলেন, সেই স্বঘোষিত

নিরাপত্তায় সমীক্ষা

প্রথম পাতার পরে লিপ্গভিত্তিক সমস্যা এবং আইনি ও পরিস্থিতি ঠেকাতেই এই ব্যাপক সমীক্ষা ও সংস্কারের উদ্যোগ। আইআইটি দিল্লির মতো প্রতিষ্ঠানে দুই পড়ুয়ার আত্মহত্যার মর্মান্তিক ঘটনার পর ২০২৫ সালে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে দায়ের হওয়া মামলার প্রেক্ষিতে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার পরিবেশ সরেজমিনে তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৪ মার্চ, ২০২৫ শীর্ষ আদালতের দেওয়া এই মামলার অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের মাধ্যমেই জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করে শিক্ষাঙ্গনকে বৈষম্যহীন ও সুরক্ষিত করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরেই কেন্দ্রীয় সরকার তৎপর হয়। শিক্ষাঙ্গনে জাতিগত বৈষম্য, সরকার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের অপেক্ষা করছে।

গ্রামীণ শিল্পে বড় সংস্কার

প্রথম পাতার পরে এর ফলে আরও বেশি গ্রামীণ শিল্প ইউনিট ক্ষুদ্র শিল্পের বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাওয়ার সুযোগ পাবে। খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের বাজার সম্প্রসারণে ব্র্যাণ্ডিং, রপ্তানি, উদ্ভাবন, মান নির্ধারণ, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জিআই ট্যাগিং-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের মতে, এর ফলে দেশীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও খাদি ও গ্রামীণ শিল্পজাত পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের পরিচালন ব্যবস্থাকেও আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমিশনে মহিলা, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং মহাত্মা গান্ধী ইনস্টিটিউট ফর রুরাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন-এর প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়ানো হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন গ্রামীণ শিল্পকে সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হবে। সংশোধিত আইন কার্যকর হলে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কেভিআইসি-র ফিল্ড অফিস, রাজ্য খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড, খাদি প্রতিষ্ঠান এবং গ্রামীণ শিল্প সংস্থাগুলির মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। কার্যকর করার আগে দেশজুড়ে কর্মশালা, সচেতনতামূলক প্রচার, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হবে। কেন্দ্রের দাবি, এই সংশোধনের ফলে গ্রামীণ শিল্পে অর্থায়ন, প্রযুক্তি, বাজার সংযোগ এবং মূল্য সংযোজনের সুযোগ বাড়বে। একই সঙ্গে গ্রামীণ উদ্যোক্তা তৈরিতে উৎসাহ মিলবে এবং উৎপাদন, পরিষেবা ও বাণিজ্যভিত্তিক গ্রামীণ শিল্পে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। সরকার স্পষ্ট করেছে, এটি কোনও নতুন প্রকল্প নয়; বরং ১৯৫৬ সালের কেভিআইসি আইনের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান খাদি ও গ্রামীণ শিল্প ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে ক্ষুদ্র-কৃষ্টির শিল্প প্রশস্ত হবে।

প্রজের ক্ষমতাবৃদ্ধি

ট্রাম্পের পক্ষে রায় দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট
৩০ জুন : মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে ঐতিহাসিক রায় দিল যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার ৬-৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে আদালত জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান বা সদস্যদের পদ থেকে সরাতে পারবেন। আদালতের এই রায়কে মার্কিন প্রশাসনিক কাঠামোয় গত কয়েক দশকের অন্যতম বড় সাংবিধানিক পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে। মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন ফেডারেল ট্রেড কমিশনের ডেমনস্ট্র্যাট সদস্য রেবেকা স্লটার। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ট্রাম্প তাঁকে পদ থেকে অপসারণ করেন। যদিও ১৯১৪ সালের আইনে বলা হয়েছিল, এফটিসি-র কমিশনারদের কেবল অদক্ষতা, দায়িত্বে অবহেলা বা অসদাচরণের মতো নির্দিষ্ট কারণেই অপসারণ করা যাবে। নীতিগত মতপার্থক্যের কারণে নয়। সেই আইনকে কার্যত অগ্রাহ্য করেই সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। রায়ে আদালত ১৯৩৫ সালের ঐতিহাসিক হাফ্লে'জ এক্সিকিউটর বনাম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মামলার নজিরও বাতিল করে দেয়। ওই রায়ে কংগ্রেসকে স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থার সদস্যদের অপসারণ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের মতে, বর্তমান এফটিসি আগের তুলনায় অনেক বেশি নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে। তাই প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখার যুক্তি আর প্রযোজ্য নয়। তবে আদালত একই সঙ্গে স্পষ্ট করেছে, এই রায়কে ফেডারেল রিজার্ভের স্বাধীনতার ওপর আঘাত হিসেবে দেখা উচিত নয়। আলাদা একটি মামলায় আদালত ট্রাম্পকে ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর লিসা কুককে অপসারণের অনুমতি দেয়নি। বিচারপতিদের মতে, মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাংবিধানিক ও ঐতিহাসিক অবস্থান অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার থেকে আলাদা। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রায় তথাকথিত 'ইউনিটারি এক্সিকিউটিভ থিয়োরি'-কে আরও শক্তিশালী করল। এই রক্ষণশীল সাংবিধানিক মতবাদ অনুযায়ী, মার্কিন সংবিধানের অধীনে পুরো নির্বাহী বিভাগের ওপর প্রেসিডেন্টেরই একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত এবং তিনি প্রয়োজন হলে বিভিন্ন ফেডারেল সংস্থার প্রধানদের অপসারণ করতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, এই সিদ্ধান্তের ফলে এতদিন তুলনামূলকভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকা বিভিন্ন স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা—যেমন এফটিসি, ন্যাশনাল লেবার রিলেশনস বোর্ড এবং অন্যান্য কমিশনের স্বাধীনতা কার্যত অনেকটাই কমে যাবে।

কমিষন

শমিত

এলাকার সবাইকে বলে দে আমি 'সেফ ডিম হোঁড়া' কমিটিতে মোশতাহফ করব



শমিত দত্তের স্কেচ (আগামী সংখ্যায়...)

কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়েই ফোকাস বিশেষ নজরে লাখপতি দিদি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী

৩০ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘বিকশিত গ্রাম, বিকশিত ভারত’ কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আরও সমন্বিত উদ্যোগের ওপর জোর দিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত দু’দিনের রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ বিকাশ সম্মেলন ২০২৬ রবিবার নয়াদিল্লিতে শেষ হয়। সম্মেলনে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি, কমলেশ পাসওয়ান, বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী, প্রশাসনিক আধিকারিক, বিশেষজ্ঞ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ), প্রধানমন্ত্রী গ্রাম পরিদর্শন করেন। কেন্দ্রের দাবি, গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদিত সড়ক যোজনা, দীনদয়াল অন্ত্যাদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ পণ্যের ব্র্যাণ্ডিং, মানোন্নয়ন এবং বাজার সংযোগ আরও জীবিকা মিশন , গ্রামীণ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং জাতীয় শক্তিশালী হলে গ্রামীণ অর্থনীতি উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি-সহ একাধিক প্রকল্পের অগ্রগতি হবে। সম্মেলনের শেষে কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক জানায়, খতিয়ে দেখা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতকে আরও ক্ষমতায়ন, সম্প্রদায়ভিত্তিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন এবং কেন্দ্র-মহিলাদের নেতৃত্বে জীবিকাভিত্তিক উদ্যোগ সম্প্রসারণ, গ্রামীণ রাজ্যের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই স্বনির্ভর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আবাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জলবায়ু সহনশীল জীবিকা গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব। সেই লক্ষ্যেই আগামী দিনে গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র আরও জোর দেওয়া হবে।



পথেই প্রতিরক্ষা

প্রথম পাতার পরে হাইড্রোজেন প্রযুক্তির ব্যবহার ভবিষ্যতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও সাইবার নিরাপত্তা এবং মহাকাশ প্রযুক্তির পরিবেশবান্ধব করে তুলতে পারে। মতো কৌশলগত ক্ষেত্রে ভারতের অনুরূপে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিল্পপতি, স্টার্ট-আপ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি আশ্বাস দেন, রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদনকে আরও উন্নত প্রতিরক্ষা উপকরণ, কম্পোজিট শক্তিশালী করতে প্রযুক্তি হস্তান্তর, এবং প্রপেল্যান্ট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও উন্নয়ন, পরীক্ষামূলক ভূমিকা নিতে পারে। একইভাবে রাজ্যের পরিকাঠামো এবং স্বচ্ছ নীতিগত সহায়তা ইলেকট্রনিক্স শিল্প বিমান প্রযুক্তি, সেপার অব্যাহত থাকবে। তাঁর কথায়, সরকার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে অবদান এমন একটি শিল্প পরিবেশ গড়ে তুলতে রাখতে সক্ষম। বন্দর ও জাহাজ নির্মাণ চায়, যেখানে উদ্ভাবন, শিল্পোন্নয়ন এবং শিল্প নৌ-সুরক্ষা জোরদারে সহায়ক হবে। আত্মনির্ভরতা একসঙ্গে দেশের জাতীয় পাশাপাশি নবায়নযোগ্য শক্তি ও সবুজ নিরাপত্তাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

অংশগ্রহণে জোর

প্রথম পাতার পরে নারী-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকেও এই অঞ্চলগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। করবে। সমীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন কেন্দ্রের দাবি, এই সমীক্ষার ভিত্তিতে করেন এনআইআরডি অ্যান্ড পিআর এর প্রয়োজনীয় নীতিগত পরিবর্তন আনা হবে। সহযোগী অধ্যাপক ড. অঞ্জন কুমার স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলক করে তুলতে ভাঞ্। তিনি জানান, এটি দেশের অন্যতম প্রয়োজনীয় নীতিগত পরিবর্তন আনা হবে। বৃহৎ মাঠপর্যায়ের সমীক্ষা। এর আওতায় এর মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রকে ২৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি ২১৩টি জেলার প্রায় ৪০০টি গ্রাম ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েতে প্রায় ৭,৮০০ জনের মতামত স্বশাসন ব্যবস্থাকে আরও সক্ষম করে সংগ্রহ করা হয়েছে। পেসা অঞ্চল এবং তোলার পথ প্রশস্ত হবে।